তারিখ ... 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

যুগান্তর

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতি

সরকার চাইলে চালু হবে ছাত্র রাজনীতি-সংসদ

যুগান্তর রিপোর্ট

জঙ্গি প্রতিরোধে প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়া ২০-৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষককে 'মেনটর' (পরামর্শদাতা) নিয়োগ করা হবে। কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বা সংসদ চালু করা হবে না। তবে সরকার যদি চাপিয়ে দেয় তাহলে তা মেনে নেয়া হবে। শনিবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক সমিতির নির্বাহী কমিটির বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সূত্র জানায়, বৈঠকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতিকে বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত রাখা হয়েছিল। সভাপতি জঙ্গিবিরোধী কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বৈঠকে জানান। শনিবার বিকালে ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমিতির সভাপতি শেখ মো. কবির হোসেনের সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সভাপতি যুগান্তরকে বলেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর অবস্থান ছিল, আছে এবং থাকবে। আমরা আগামী ১ আগস্ট ইউজিসি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) আহূত মানববন্ধন জোরালোভাবে পালন করব। এ লক্ষ্যে সমিতি পোস্টার ছাপবে। পাশাপাশি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের মতো করে ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করতে পারবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজ ক্যাম্পাসের সামনে মানববন্ধন করবে।

শেখ কবির বলেন, আমরা আগেও সব জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক দিবস উদযাপন করতাম। এ পরিস্থিতিতে পয়লা বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবসের মতো সব জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক দিবস ধুমধামের মধ্য দিয়ে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষার্থীদের জন্য যে 'মেনটর' (পরামর্শদাতা) নিয়োগ করা হবে, তারা প্রত্যেককে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। মেনটর প্রতি মাসে রিপোর্ট দেবেন। তার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কথা বলবেন। আর সন্দেহজনক কিছু হলে প্রয়োজনে পুলিশকে জানানো হবে।

- প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে জঙ্গি প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় কমিটি
- ২০-৩০ শিক্ষার্থীর জন্য নিয়োগ 'মেনটর'
- নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিকে তলব

বৈঠকে অংশ নেয়া এক সদস্য জানান, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দৈনিক হাজিরা নেয়া, ৩ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবককে জানানো, ভর্তির সময়ে 'জঙ্গিবাদে জড়াবে না' মর্মে প্রত্যেক শিক্ষার্থী-অভিভাবকের মুচলেকা নেয়া; নিয়োগের পর শিক্ষকের বিষয়ে পুলিশ ভেরিফিকেশন করানোসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সমিতির সভাপতি শেখ কবির আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বা ছাত্র সংসদ চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা মনে করি, এতদিন এ দুটি ছিল না। তাতে তেমন খারাপ কিছু হয়নি। যদি এখন চালু করা হয়, তাহলে খারাপ বা ভালো কী হবে— তা আমরা বুঝতে পারছি না। তবে আমরা এসব চাই না। যদি সরকার একান্তই চায়, তাহলে সেখানে আমাদের করার কিছু থাকবে না। তখন আমরা তা অনুমোদন করব। তিনি প্রশ্ন রাখেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি আছে। সেখানে এমন কী লাভ হয়েছে?

শেখ কবির আরও বলেন, আমরা এলএলবি ডিগ্রির বিষয়ে হাইকোর্টের দেয়া নির্দেশনা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ইউজিসি আমাদের অভিভাবক। ইউজিসির সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। তবে বৈঠকের একটি সূত্র জানিয়েছে, দুই বছরের এলএলবি প্রোগ্রাম এবং বার কাউন্সিল কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও এলএলবি ডিগ্রির জন্য শিক্ষার্থীর আবেদনের যোগ্যতার বিষয়ে দেয়া নির্দেশনার ওপর মালিক সমিতি আপিল অথবা রিট মামলা দায়েরের ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা করেছে। ইউজিসির সঙ্গে আলোচনা শেষে সমিতি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে।